মেহেরপুরে ইয়াবার টাকা বিরোধে সংঘর্ষ, অপহরণ

মেহেরপুরে পূর্ব বিরোধের জেরে পথরোধ করে মারধর ও অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের যৌথ একটি দল। পলাতক রয়েছে আরও একজন।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে মামলার বাদী ও অপহরণের শিকার মিয়ারুল ইসলাম ও তার পরিচিত গোবিপুর গ্রামের বাসার মেম্বারের ছেলে হৃদয় (৩৫) মোটরসাইকে মেহেরপুর শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের পথরোধ করে।

এসময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলামের সঙ্গে হৃদয়ের পূর্বের লেনদেনের বিষয় নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বাদী প্রতিবাদ করলে আসামিরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে হৃদয় দৌড়ে পালিয়ে গেলেও বাদীকে আটক করে লাঠিসোটা দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

পরে জোরপূর্বক সাগর হোসেনের ইজিবাইকে তুলে তাকে অপহরণ করে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ার ক্রিসেন্ট ক্লাবে নিয়ে আটকে রাখা হয়।

খবর পেয়ে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ক্রিসেন্ট ক্লাব থেকে অপহৃত মিয়ারুল ইসলামকে উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। তবে অভিযানের সময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলাম কৌশলে পালিয়ে যায়।

অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত এবং অপরের মামলার আসামিরা হলেনঃ মুখার্জিপাড়ার সেলিম রেজার ছেলে রোহান হোসেন রিয়াদ (২৩), রিপন আলীর ছেলে আব্দুর রহিম (১৯ ও হাফিজুল ইসলামের ছেলে তাজ হোসেন (২৪), ফুলবাগান পাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে সাগর হোসেন (২৪) এবং

তাতিপাড়ার মহসিন শেখের ছেলে মাহফুজুর রহমান (১৯) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪/৫ জন।
অপর আসামি ফুলবাগান পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম (২০) কৌশলে পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিক অনুসন্ধানে পূর্বের টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও এ ঘটনায় মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।’

তবে অভিযোগ ও প্রতিবেদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইয়াবা কেনার জন্য পূর্বে লেনদেনকৃত টাকা আত্মসাৎকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সূত্রপাত। আর তারই জের ধরেই সংঘর্ষ ও অপহরণের ঘটনা ঘটে।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাগ্নের আঘাতে মামা নিহত, আটক ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের বসন্তপুর জয়ন্তী নগর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে বোনজামাই ও ভাগ্নের মারপিটে মামা কেসমত আলী (৫৬) নিহত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কেসমত আলী ওই গ্রামের মৃত সিরাজ সর্দারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, কৃষক কেসমত আলীর সাথে কয়েকবছর ধরে তার ছোট বোনজামাই নবছদ্দির জমি নিয়ে বিরোধ চলছিলো। বৃহস্পতিবার সকালে নবিছদ্দি ও কেসমত আলীর মধ্যে এ নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই এক পর্যায়ে নবিছদ্দি তারছেলে ও পরিবারের লোকজন কেসমত আলীকে পিটিয়ে

গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ দিকে এ ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত নবিছদ্দি ও তার ছেলে রফিকুলকে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ ফারিয়া তাহসিন বলেন, কেসমত আলীকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিলো। আঘাতজনিত কারণ অথবা স্ট্রোকেও সে মারা যেতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই সঠিক কারণ জানা যাবে।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, হত্যার ঘটনায় আমরা দুইজনকে আটক করেছি। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হলে সেই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হবে।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০জন আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সাধুখালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সাধুখালী গ্রামের শহিদুল মাস্টারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল একই এলাকার নূর আলী ও বাদশার।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নূর আলী ও বাদশার লোকজন ওই জমি দখল নিতে গেলে শহিদুল মাস্টারের পক্ষের লোকজন বাধা দেয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে শৈলকুপা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা, আহত ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে জমিজমা বিরোধকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু হালদার পরিবারে উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে দখল নিয়ে দু’পক্ষের কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে ফরিদপুর গ্রামের টুনু কর্মকারের কাছ থেকে বসতভিটাসহ ৪ শতক জমি ক্রয় করেন একই গ্রামের মৃত পঞ্চানন্দ হালদারের ছেলে অরবিন্দ হালদার। একই সময়ে সুজিত কর্মকারের কাছ থেকে বসতভিটাসহ আরও ৪ শতক জমি কেনেন দবির আলি ও তার ছেলেরা।

অভিযোগ রয়েছে, অরবিন্দ হালদারের কেনা ৪ শতক জমি জোরপূর্বক ভোগদখল করে আসছে দবির আলির ছেলেরা। শুক্রবার অরবিন্দ ও তার দুই ছেলে দিপু ও অপু জমির দখল ছাড়ার কথা বলতে গেলে দবির আলি, তার ছেলে মোমিন আলি, কারিবুল ইসলাম, আলি কদর, খয়বার আলি, হুমায়ুন আলি, মৃত তোফায়েল আলির ছেলে রেজা খান, তুষার আলিসহ আরও অনেকে তাদের উপর হামলা চালায়।

হামলায় অরবিন্দ হালদার, তার স্ত্রী, ছেলে রাজু হালদার, অপু হালদার, অরবিন্দের ভাই চঞ্চল হালদার ও তার স্ত্রী আহত হন। এসময় গ্রামের লোকজন হামলার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যায়। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

সৃষ্টি হয়।

হামলার বিষয়ে বেলা আড়াইটার দিকে আলমডাঙ্গা থানায় যোগাযোগ করে ভুক্তভোগী অরবিন্দ হালদার। এ বিষয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, “ভুক্তভোগীদের কয়েকজন থানায় এসেছে। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে সম্পত্তির বিরোধে বাবার লাশ দাফনে সন্তানদের বাধা

ঝিনাইদহে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে বাবার মরদেহ দাফনে বাধা দিয়েছে দুই পক্ষের সন্তানরা। পুলিশের হস্তক্ষেপ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় মৃত্যুর ১০ ঘণ্টা পর মরদেহ দাফন করা হয়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত ২৬ সেপ্টম্বর (শুক্রবার) ১০টার দিকে সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কোলা গ্রামের লেদু দেওয়ান (৮০) ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি দুই সংসারের ১০ সন্তান রেখে গেছেন।

জানা যায়, মৃত্যুর আগে লেদু দেওয়ান সব সম্পত্তি দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেন। এ নিয়ে প্রথম সংসারের ৭ সন্তান ও দ্বিতীয় সংসারের ৩ সন্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল।

মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানরা দাফনের আয়োজন করলে প্রথম স্ত্রীর সন্তানরা সম্পত্তি ভাগ না দেওয়া পর্যন্ত দাফনে বাধা দেন। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে বাগবিতন্ডা ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। একপর্যায়ে স্থানীয়রা জাতীয় জরুরি সেবার নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করলে

পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

কাতলামারি পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই ইকবাল হোসেন, স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুর রশিদসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। বৈঠকে সমঝোতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানরা প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের ৭০ শতক জমি দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। পরে রাত ৮টার দিকে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

প্রয়াত লেদু দেওয়ানের প্রথম স্ত্রীর সন্তানরা অভিযোগ করে বলেন, বাবাকে জিম্মি করে সৎ মা ও তার সন্তানরা সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে।

তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানদের দাবি, লেদু দেওয়ান জীবিত অবস্থায় স্বেচ্ছায় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। এএসআই ইকবাল হোসেন বলেন, লাশ দাফনে বাধা দেওয়ার ঘটনায় বড় ধরনের অঘটনের শঙ্কা ছিল। স্থানীয়দের সহায়তায় উভয় পক্ষের মধ্যে লিখিত সমঝোতার মাধ্যমে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

দামুড়হুদায় দীর্ঘদিনের জমিজমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী কলোনিপাড়ায় দীর্ঘদিনের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ অবশেষে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় উদ্যোগে উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছে সুষ্ঠু সমাধান মেনে নেন। এতে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব মিটে গিয়ে এলাকায় স্বস্তি নেমে এসেছে।

জানা গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে ডুগডুগি কলোনী পাড়ার বাসিন্দা মোঃ শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে প্রতীবেশী মোহাম্মদ নূর হোসেন নুরুসহ আরও দুজনের নামে ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগে তিনি বিবাদীদের মধ্যে জমি আছে দাবি করে জমির সঠিক মাপজোখ করে সীমানা নির্ধারণের দাবি জানান।

অভিযোগের পর হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমলে নেন এবং উভয় পক্ষকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে ডেকে তাদের উপস্থিতিতে দুজনের বক্তব্য শোনেন এবং নিরপেক্ষভাবে হাওলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জমি মাফ যোগ হবে বলে জানানো হয়। পরে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ দুইজন জমি মাপককে পাঠানো হয়। জমি মাপার সময় শহিদুল ইসলামের ঘরের ছাদ নুরুর সীমানার ভেতরে চলে আসায় সমস্যার জটিলতা তৈরি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পরিষদের তত্ত্বাবধানে উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছান।

মাপজোখ শেষে শহিদুল ইসলামর বেধে যাওয়া ঘরের ছাদের অংশ স্বেচ্ছায় ১২ পয়েন্ট জমি ছেড়ে দেন নুরু, বিনিময়ে শহিদুলও একইভাবে ১২ পয়েন্ট জমি ছাড়েন। ফলে উভয় পক্ষের জমির সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা হয় এবং বিরোধের অবসান ঘটে। এ সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যরা উপস্থিত থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। স্থানীয়রা এ সমাধানকে স্বাগত জানিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাদী শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি শুরু থেকেই জমির সঠিক মাপজোখ চেয়েছিলাম। পরিষদের উদ্যোগে আজ বিষয়টি সুন্দরভাবে মীমাংসা হলো। আমি ফলাফলে সন্তুষ্ট এবং নুরু ভাই এর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাই।”মোহাম্মদ নূর হোসেন নুরু বলেন, অনেকদিন ধরে ঝামেলায় ছিলাম। এই জমিতে এর আগেও মাপ যোক হয়েছে। তার ঘরের ছাদ আমার সীমানায় এসেছে কিন্তু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ঘরের সাদ না ভেঙে আমার অতি কষ্টের মহামূল্যবান জমি ১২ পয়েন্ট তাকে ছেড়ে দিয়েছি। অন্যদিকে শহিদুল ভাইও আমাকে ১২ পয়েন্ট ছেড়ে দিয়েছে। আমরা সমন্বয় করে নিয়েছি। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আজকের সমাধান আমাদের জন্য শান্তির। আমি এই সমাধানে খুশি এবং ভবিষ্যতে আর কোনো দ্বন্দ্ব চাই না।”

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জমি মাপক আমিন জিল্লু বলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা দুইজন জমি মাপক আমিন উপস্থিত থেকে আমরা নিরপেক্ষভাবে জমি মেপে উভয় পক্ষকে ফলাফল দেখাই। সবাই ফলাফল মেনে নিয়েছেন, এটা আমাদের জন্যও স্বস্তির। দীর্ঘদিনের বিরোধ শান্তি পূর্ণ ভাবে সমাধান হয়েছে। ৪নং ওয়ার্ড

ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান পটু বলেন, আজকের এই সমঝোতা এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখবে। উভয় পক্ষ যে দায়িত্বশীলতা দেখিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।”

৫নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিনের বিরোধ আজ সমঝোতার মাধ্যমে শেষ হওয়ায় এলাকার মানুষ স্বস্তি পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগকে সবাই ইতিবাচকভাবে দেখছে। হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, আমরা সবসময়ই চাই বিরোধ যেন মিটে যায় আলোচনার মাধ্যমে। আজকে উভয় পক্ষকে নিয়ে যে সমাধান হয়েছে তা ভবিষ্যতে অন্যদের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

কালীগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে কৃষক দম্পতিকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শিমলা-রোকনপুর ইউনিয়নের তিল্লা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এক কৃষক দম্পতিকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে প্রতিপক্ষরা।

বর্তমানে ওই দম্পতি ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। শনিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো-তিল্লা গ্রামের মৃত ভাটাই মন্ডলের ছেলে জামির আলী (৫০) ও তার স্ত্রী সুখজান বেগম (৪৫)।

আহতের স্বজনরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে পৈত্রিক সুতে পাওয়া জমি নিয়ে তার ভাই আমিরের সাথে তার বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে শনিবার বিকেলে আমির হোসেন, তারস্ত্রীসহ লোকজন জামিরের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীর জামির ও সুখজান বেধড়ক মারপিট করে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, মারপিটের ঘটনায় এখনও

থানায় অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধ; একটি পরিবারের রাস্তা বন্ধ করেছে প্রতিপক্ষরা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী কায়দায় চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে এক পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে মানিক নামে স্থানীয় এক প্রভাবশালী চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে।

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে লোহার তারের বেড়া পুঁতে পরিবারের একমাত্র বের হওয়ার পথই দখল করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মাহমুদা খাতুন শৈলকুপা থানা ও স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে উপজেলার ছোট মৌকুড়ী গ্রামে ভাদু মন্ডলের ছেলে মানিক দলবলসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাহমুদা খাতুনের বসতবাড়ির প্রধান চলাচলের পথে পিলার পুঁতে লোহার তারের বেড়া দিয়ে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেন। এতে পরিবারটি কার্যত গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে।

মাহমুদা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। গ্রামের সালিশও হয়েছিল, কিন্তু মানিক তা মানেনি। নতুন করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে মীমাংসার উদ্যোগ চলছিল। তার আগেই আমাদের ভোগদখলকৃত জায়গা ঘিরে ফেলে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। বাধা দিতে গেলে অকথ্য গালিগালাজ, মারধর এমনকি প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে।’

ভুক্তভোগী পরিবারটি অভিযোগ করেছে, চলাচলের রাস্তা বন্ধ থাকায় তাদের নিত্যকার কাজকর্ম, স্কুল-কলেজে যাতায়াত, চিকিৎসা সবকিছুই চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ঘটনায় দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সুষ্ঠু

বিচার চেয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মানিকের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান জানান, ‘জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রাস্তা বন্ধ করে পরিবার অবরুদ্ধের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আইনজীবীকে প্রাণনাশের হুমকি!

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহ জজ আদালতের আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামালকে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই আহমেদ সাদাত কামাল। এঘটনায় অ্যাড.আহমেদ ওয়াসিফ কামাল হুমকী দাতা ভায়ের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা উপজেলার কুমিড়াদহ গ্রামের এবং ঝিনাইদহ আদর্শপাড়া বকুলতলার বাসিন্দা আহমেদ মাসুদ কামালের দুই ছেলে, এককন্যা ও স্ত্রী রেখে তিনি ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর আহমেদ মাসুদ কামালের বড় ছেলে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আহমেদ সাদাত কামাল এবং ছোট্র ছেলে আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামালের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয় তাঁদের গ্রামের বাড়ির হাটফাজিলপুর বাজারের জমির দলিলের মালিকানা নিয়ে। আইনজীবী বাবা আহমেদ মাসুদ কামাল মৃত্যুর আগে ছোট ছেলে ওয়াসিফ কামাল ও কন্যা দিশা কামাল এই দুই ভাই-বোনের নামে বিপণি বিতানসহ ৮৫ শতক জমি লিখে দিয়ে যান । কিন্তু ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডিআর অফিসের মহাফেজখানায় রাখা দলিলের একটি নাম ঘষামাজা দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই ও আইনজীবি

ভাই মহাফেজখানায় রাখা দলিল ঘষামাজা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। আইনজীবী হিসেবে পিতা-পুত্রের যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহাফেজখানার রাখা দলিলে ঘষামাজা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোজ নিয়ে যানা গেছে উক্ত ঘটনার বিষয়ে “তদন্তাধীন” আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজ্ঞ আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামাল বলেন, “আমাদের দুই ভাইয়ের জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে ঢুকে গেছে তৃতীয় পক্ষ। এই তৃতীয় পক্ষই হলেন মামাতো ভাই তুষারদের পরিবার। আমার বিরুদ্ধে, মামাতো ভাইদের ছত্রছায়ায় সমাজে নানা অপবাদ, অপকর্ম, নানা ধরনের সামাজিক হেনস্থ, হুমকিসহ বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেকারনেই আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছি।

আহমেদ ওয়াসিফ কামাল আরো বলেন, “আমাদের পিতা আমার ও আমার বোন এর নামে ২০১৫ সালে একটি দান দলিল করিয়া রাখিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই ঐ দান দলিল অস্বীকার করেন। বড় ভাই আহমেদ সাদাত কামাল অর্থ দিয়ে ঐ দান দলিল কে প্রশ্নবিদ্ধ করিবার কুমতলবে তুষার এর সাথে যোগসাজস করিয়া রেজস্ট্রি অফিস এর কর্মচারীদের হাত করিয়া বালাম বই নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ঘষামাজা করিতে পারেন। যাহাতে ঐ দলিল টি ভবিষ্যতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বর্তমানে রেজিষ্ট্রি অফিস তাহা তদন্ত করিতেছে। উক্ত ঘটনার তদন্ত কে ভিন্ন রাস্তায় প্রবাহিত করিবার জন্য এবং তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এড়ানোর জন্য সংবাদ পত্রে মহাফেজখানায় দলিল ঘষামাজার বিষয়ে সাংবাদিক কে মিথ্যা তথ্যদিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করান তারা। যা প্রকৃত ঘটনা ও বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ন ও বিভ্রান্তিকর।

ইতোমধ্যে আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় উক্ত বিষয় উল্লেখ করে একটি অভিযোগ দায়ের করিয়াছি। আমার উপর এই হুমকি শুধু একজন আইনজীবীকে নয় পুরা সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে তারা। এমন পরিস্থিতিতে চুপ থাকা অন্যায়ের সাথে আপোষ।”হুমকির কাছে মাথা নত নয়, আমরা চাই আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার।” মহাফেজখানায় দলিল ঘষামাজার বিষয়টি তদন্ত হচ্ছে। যে কারণে এ বিষয়ে তিনি বেশি কিছু বলতে চাচ্ছেন না।

এ বিষয়ে আহমেদ সাদাত কামালের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার মুঠোফোনেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

[redacted]

[redacted]